ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Volume- I, Issue- IV, March, 2025, Page No. 1060-1070
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.1.issue.04W.105

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা পূরণের পদক্ষেপ হিসাবে আদিবাসী মহিলা উন্নয়ন প্রচেষ্টা

শুভেন্দু বোস, *সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন বিভাগ, ইস্ট ক্যালকাটা গার্লস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়, ভারত*

Received: 20.03.2025; Send for Revised: 21.03.2025; Revised Received: 23.03.2025; Accepted: 28.03.2025; Available online: 31.03.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Tribal communities are very deprived sections of society. They have remained largely excluded from various segments of development. More than 370 million people, roughly 3% of the world's population, belong to tribal communities spread across over 70 countries. Unfortunately, these marginalised groups continue to face systemic exclusion, often experiencing violations of their rights. Poor communication and inadequate policy implementation hinder developmental efforts, directly impacting tribal livelihoods, including their occupations, social standing, financial stability, and access to education. In the modern era, tribal communities remain neglected across multiple aspects of society, such as healthcare, education, and employment. Tribal women are among the most deprived sections. Several social and cultural barriers, including lack of resources, superstitions, and deeply ingrained traditional beliefs, further obstruct their development. To address these issues, the United Nations has adopted 17 Sustainable Development Goals (SDGs) for 2030, aiming to ensure equal opportunities for education and social inclusion for tribal women while fostering their overall development. Governments and non-governmental organizations worldwide are continuously striving to secure the recognition, respect, and preservation of tribal culture, heritage, customs, language, and identity. In India, the government is committed to tribal development specially for women, implementing various policies and initiatives to eradicate poverty, promote linguistic and educational rights, and ensure social dignity for tribal women in alignment with the sustainable development agenda. This study aims to analyse the developmental programs undertaken by both government and non-government sectors to foster tribal development and social inclusion.

***Key words**: Tribal, deprived, development, barriers, traditional, equal opportunities, agenda, social inclusion.*

১৯৯৪ সালে থেকে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ আন্তর্জাতিক আদিবাসী দিবস পালন করা শুরু করে। আর এরপর থেকেই প্রতিবছর ৯ আগস্ট দিনটি আদিবাসী দিবস হিসাবে পালন হয়ে আসছে। এই দিন বিশ্বের কোটি কোটি আদিবাসী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। বিশ্বজুড়ে এই দিনটিতে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বৈচিত্র্যময় সমৃদ্ধ সংস্কৃতিকে উদযাপন করা হয়। আদিবাসী মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রাম স্বীকৃতির লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের সরকার ও আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যে অঙ্গীকার করেছিল তা এদিন তাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় এই বিশেষ দিনে।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মত জনসংখ্যা বিশ্ব জনসংখ্যার ৫ শতাংশেরও কম; বিশ্বের দরিদ্রতম জনসংখ্যার ১৫ শতাংশই আদিবাসী। বিশ্বব্যাপী ৩৭কোটির বেশি আদিবাসী জনগণ কমবেশি সাত হাজার ভাষায় কথা বলে এবং পাঁচ

হাজারেরও বেশি বিভিন্ন সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। সমাজের এইসব প্রান্তিক জনসমষ্ঠী বিশ্বের বহু জায়গায় আরও বেশি প্রান্তিক হয়ে পড়েছে, তাদের অধিকার লঙ্ঘন করা হচ্ছে। নিজেদের সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, রীতিনীতি, ভাষা ও অস্তিত্বের মতো বিষয়গুলোর স্বীকৃত, সম্মানিত ও উৎকর্ষসাধন নিশ্চিত করতে আদিবাসী সম্প্রদায়গুলো এখনো সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর অপ্রতুলতা ও সুযোগের স্বল্পতা, ভাষাগত-সামাজিক বাধা, সম্পদের অপ্রতুলতা, কুসংস্কারকমূলক ও অন্ধবিশ্বাসগত আচরণ আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে উন্নয়নের পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এইসব প্রতিবন্ধকতা দূর করে আদিবাসীদের সামাজিক অধিকার ও স্বীকৃতি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়নের জন্য ২০৩০ সালের এজেন্ডা ও টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা (sustainable development goals) গ্রহণ করেছে। এই ২০৩০ এজেন্ডা আদিবাসী সম্প্রদায়সহ সব নাগরিকের উন্নয়ন নিশ্চিত করার জন্য সুযোগ এনে দেয়। এই ১৭টি টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার মূল উদ্দেশ্য হলো কাউকে পেছনে না ফেলে এগিয়ে চলা, যা আদিবাসীদের জন্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। টেকসই উন্নয়নের বেশ কিছু লক্ষ্যমাত্রায় আদিবাসীদের বিষয়গুলো উঠে এসেছে। তার মধ্যে হলো একটি লক্ষ্যমাত্রা ৪, যেটিতে আদিবাসী শিশুদের জন্য শিক্ষার সমান সুযোগ নিশ্চিত করার আহ্বান জানানো হয়েছে। একইভাবে, আরও কয়েকটি লক্ষ্যমাত্রায় আদিবাসীদের জীবনের কিছু নির্দিষ্ট বিশেষ বিষয়, যেমন ক্ষুদ্র খাদ্য উৎপাদন থেকে আয় ও সমষ্টিগত ভূমি অধিকার ইত্যাদি তুলে ধরে। ভারতের জনসংখ্যার প্রায় ৮.৬% বা আনুমানিক ১০.৪ কোটি লোকের জন্য তফসিলি উপজাতি (এসটি)। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ অনুচ্ছেদের অধীনে ৭৩০টিরও বেশি তফসিলি উপজাতিকে অবহিত করা হয়েছে। তাদের মধ্যে ৯৭% গ্রামীণ এলাকায় বাস করে, যখন ১০% শহরে বাস করে।

টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্য হিসাবে আমাদের সরকার আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের শিক্ষাসংক্রান্ত উন্নয়নের ব্যাপারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে দারিদ্র্যতা মোচনে এবং তাদেরকে ভাষা ও শিক্ষার অধিকার প্রদানে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনা অনুযায়ী আদিবাসীদের জন্য শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি, আদিবাসীদের সম্পদ, স্বাস্থ্য, কৃষি ও খাদ্য ভোগ দক্ষতার সঙ্গে পরিচালনার ক্ষমতা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য অনুযায়ী আদিবাসী ও উপজাতি সম্প্রদায়গুলোর সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের সংস্থা ও কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার এককভাবে কাজ করে চলেছে।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান:

পুরুষশাসিত এই সমাজে একটি শিশু জন্মলাভের পর থেকেই লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার হয়ে থাকে। জন্মের পর থেকেই শিশুটির বেড়ে ওঠার প্রতিটি পদচিহ্নে চাপিয়ে দেওয়া হয় সমাজের নানা রকম লিঙ্গভিত্তিক আইনকানুন আর তার হাতে-পায়ে সুকৌশলে পরিয়ে দেওয়া হয় লিঙ্গবৈষম্যের কঠিন শেকল। প্রকৃতির সঙ্গে ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠা শিশুটি একদিন বড় হয়ে কঠিন যে সত্যটি আবিষ্কার করে, সেটি হলো সে একজন নারী। নারী হয়ে জন্ম নেওয়ার কারণেই তাকে সবসময় চালচলনে, আচরণে, হাসি-ঠাট্টায়, চিন্তায়-মননে কঠিন নিয়মকানুনের শেকলে তাকে চলতে হয়েছে। ইচ্ছে করলেই সে পুরুষের মতো আঙিনার বাইরে যেতে পারবে না, গলা ছেড়ে পুরুষের মতো কথা বলতে পারবে না, পুরুষের মতো জেদি হতে পারবে না। তার পোশাক ভিন্ন, খেলনা ভিন্ন, ঘুমানোর জায়গাও ভিন্ন। হ্যাঁ, এ ভিন্নতার জন্য দায়ী তার লিঙ্গ। কারণ সে নারী। শিশুটি যখন নারী হয়ে ওঠে, তখন সে আর পুরুষের মতো চলাফেরা করতে পারবে না, ঘরের ভেতরেই যতটা সম্ভব তার স্থান নির্ধারিত হয়ে যায়। সন্তান উৎপাদন এবং লালন-পালন, স্বামীর জন্য সেজেগুজে অপেক্ষায় থাকা, ঘরকন্যা-রান্নাবাটি সব উপকরণই নারী-অঙ্গের সঙ্গে অবশ্যকরণীয় করে জুড়ে দেওয়া হয়। যেকোনো উপায়ে নারীকে পণ্য করা এই পুরুষতান্ত্রিক সমাজের একটি খুব সাধারণ মনোবৃত্তি। ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের কারণে শিল্পের বিপ্লব হয়েছিল বটে কিন্তু এই বিপ্লব সাধন করতে গিয়ে নারীদেরকেও পণ্যতুল্য করা হয়েছিল।

বর্তমান এই সভ্য যুগেও নারী মানেই 'অবলা' বা নারী মানেই 'দুর্বল'- 'পুরুষেদের থেকে ভিন্ন' এই প্রবৃত্তির প্রতিফলন আমরা সবসময় দেখি। এই শিক্ষিত সমাজে নারীরা হরহামেশাই নানাভাবে পুরুষ কর্তৃক নির্যাতনের শিকার

হচ্ছেন। পত্রিকার পাতা খুললে দেখতে পাই, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো আমাদের নারী শ্রমিকেরা শারীরিকভাবে নির্যাতিত হয়ে, সম্ভ্রম হারিয়ে দেশে ফিরতে বাধ্য হচ্ছেন। তারপর এ নিয়ে পত্র-পত্রিকায় মুখরোচক খবর প্রকাশিত হয়, ট্রল হয়, সোশ্যাল মিডিয়াতে নানা কেচ্ছা-কাহিনিরও জন্ম হয়। তারপর সেই নারীটি ধীরে ধীরে ইতিহাসের পাতায় বন্দী হয়ে পড়েন। তার নাম আর কেউ মনে রাখে না। এই তো আমাদের নারীদের বর্তমান সামাজিক অবস্থা!

সমাজ উন্নয়ন কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা :

সমাজে শুধুমাত্র নারী হয়ে জন্ম নেওয়ার জন্যই নারীদের বিভিন্ন নির্যাতনের সম্মুখীন হতে হয়। আদিকাল থেকেই চলে আসা এইসব নির্যাতনের কারণে নারীরা তার খাদ্য, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তা, দৈহিক এবং মানসিক বিকাশ, রাজনীতি এবং কর্মক্ষেত্রে অংশগ্রহণসহ সকল বিষয়ে মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাই জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একজন নারীকে বয়স ভেদে, সম্পর্কের ভিন্নতায়, স্থানের তারতম্যতায় নানামুখি নির্যাতনের শিকার হতে হয়। নিরক্ষর, শিক্ষিত, ধনী, গরীব, গ্রামীণ, শহুরে, শিশু কিংবা বৃদ্ধ নির্বিশেষে নারীরা নির্যাতনের শিকার। সময় পরিবর্তন হলেও পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র দ্বারা সৃষ্ট নানা বিধি-নিষেধ নারী জাতিকে যুগ যুগ ধরে পরাধীন করে রেখেছে । নারীদের প্রতিক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যের শিকার করে চলেছে। আমাদের দেশের প্রায় অর্ধেক জনসংখ্যা নারী। এ অর্ধেক জনগোষ্ঠীকে উন্নয়ন কার্যক্রমের বাইরে রেখে দেশের উন্নয়ন কখনও সম্ভব নয়। সমাজের সার্বিক উন্নয়ন করতে নারীদেরকে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে বিভিন্ন কর্মকান্ডে নারীর কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সরকারের উন্নয়ন কর্মকান্ডের পাশাপাশি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাসমূহ দেশের উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। সরকারের রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নে বিশেষ করে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্য মাত্রা-এমডিজি'র লক্ষ্যার্জনে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা বা এনজিওগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। নারীর আয়-উর্পাজন দেশের উন্নয়নে অবদান রাখেছে বিশেষ করে ক্ষুদ্র নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন দেশের উন্নয়নের অংশীদার। নারীর প্রতি নির্যাতন-বৈষম্য কমিয়ে আনতে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির ইতিবাচক পরিবর্তন প্রয়োজন। দেশের উন্নয়নে নারীর অবদানকে আমাদেরকে স্বীকার করতে হবে।

বিশ্বব্যাপী বৈষম্য, বঞ্চনা-অন্যায্যতার শিকার নারী সমাজের অধিকার আদায়ের আন্দোলনে একাত্মতা প্রকাশের মাইলফলক আন্তর্জাতিক নারী দিবসের ঘোষণা এসেছিল ১৯১০ সালে কোপেন হেগেনে অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক শ্রমজীবী নারীদের সম্মেলনে সমাজতান্ত্রিক নারীনেত্রী ক্লারা জেটকিনের প্রস্তাবে। ১৯১১ সাল থেকে বিভিন্ন দেশে এ দিবসটি প্রথম পালিত হয়। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘের ঘোষণার মধ্য দিয়ে সরকারি-বেসরকারি সব পর্যায়ে সব সদস্য রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালন করে আসছে। এ দিবস পালনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের নারীরা একে অপরের কাছাকাছি এসেছে। একে অপরের দাবিতে একাত্ম হয়ে নারী অধিকারের পক্ষে বৈষম্যের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কণ্ঠে আওয়াজ তুলেছে।

অনেকটা সময় পেরিয়ে গেছে। নারীর স্বার্থে অনেক নীতি, আইন, ব্যবস্থা চালু হয়েছে। নারী সমাজ দেশে দেশে তার অবস্থানের উন্নয়ন ঘটিয়েছে; কিন্তু যত দিন যাচ্ছে, ঐক্যবদ্ধ বৈশ্বিক নারী আন্দোলনের প্রয়োজনীয়তা, এ দিবস পালনের তাৎপর্য এবং গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভূত হচ্ছে। কেননা, প্রকৃত অর্থে নারীরা এখন পর্যন্ত বৈষম্য, বঞ্চনা, অধিকারহীনতার শিকার হয়ে দিন কাটাচ্ছে। যে দর্শন, যে দৃষ্টিভঙ্গি, পিতৃতান্ত্রিক মানসিকতা নারীকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসাবে বিবেচনা করে না, মর্যাদা দেয় না, মানবাধিকারের স্বীকৃতি দেয় না, সেখানে এখন পর্যন্ত কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধিত হয়নি।

বর্তমানে নারী হিসাবে যেমন প্রায় সব নারীই বৈষম্যের শিকার। কিন্তু বিভিন্ন সুবিধাবঞ্চিত, প্রান্তিক নারী গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে এ বৈষম্য আরও বেশি প্রকট। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়েছে সামগ্রিক বৈশ্বিক উন্নয়নের সূচকে। তাই সামগ্রিক বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে মূল ধারার উন্নয়ন কর্মসূচিতে নারীর ক্ষমতায়ন এবং লিঙ্গ সমতার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতাপূর্ণ বিশ্ব গড়ে তোলার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে।

আদিবাসী ধারণা:

'আদিবাসী' বলতে কাদের বোঝায় এখনও পর্যন্ত সে বিতর্ক অমীমাংসিত রয়ে গেছে । 'আদিবাসী' শব্দটির প্রকৃত সংজ্ঞা ও তাদের জাতীয় পরিচয় ও অধিকার নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বিস্তর বিতর্ক হয়েছে এবং সেটা অদ্যাবধি জারি আছে। একটি রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে বসবাসকারী একদল জনগোষ্ঠী যারা সাংস্কৃতিকভাবে সংখ্যালঘু, যাদের নিজস্ব একটি সংস্কৃতি আছে, যা জনতাত্ত্বিক সংখ্যাগুরুদের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র এবং যাদের একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার আছে এবং যারা রাষ্ট্রের কাঠামোয় সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে প্রান্তিক তারাই আদিবাসী হিসাবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। এসব বিচার-বিশ্লেষণ করলে এটা সহজেই অনুমেয় যে ভারতে বসবাসকারী সাঁওতাল, গারো, মুন্ডা, ওরাং, মণিপুরি, হাজং, পাত্র, জৈন্তা, খাসিয়া, চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, খেয়াং, খুমি, লুসাই, পাংখোয়া প্রভৃতি জাতিগোষ্ঠী আদিবাসী হওয়ার দাবি রাখে। নিজেদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ভিন্নতা নিয়ে প্রান্তিক অবস্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে যদি বিশ্বব্যাপী 'আদিবাসী' হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

ভারতের মোট জনসংখ্যার ৮.৬ শতাংশ তপশিলী উপজাতিভুক্ত। সংখ্যার নিরিখে যা ১০ কোটির বেশি। ভারতীয় সংবিধানের ৩৪২ নম্বর অনুচ্ছেদে ৭৩০টিরও বেশি তপশিলী উপজাতি গোষ্ঠীকে মান্যতা দেওয়া হয়েছে। আদিবাসী সমাজগুলি তেলেঙ্গানা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, ঝাড়খণ্ড, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র, ওড়িশা, রাজস্থান, পশ্চিমবঙ্গ উত্তর-পূর্ব ভারত ও ভারতের আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে তারা ছড়িয়ে রয়েছে।

আদিবাসী হলো একটি দেশের নাগরিক, অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মত তাদেরও এই দেশের জল-হাওয়া সমানভাবে স্পর্শ করে। এইসব নৃ-গোষ্ঠীর রয়েছে নিজস্ব ধর্ম, ভাষা, ও সংস্কৃতি। রয়েছে নিজস্ব আচার অনুষ্ঠানও। ঐতিহাসিক কাল থেকেই তারা এদেশে বসবাস করছে। এক সমৃদ্ধ সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে তারা আমাদের সংস্কৃতিকে করছে বৈচিত্র্যপূর্ণ ও পরিপুষ্ট। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, তারা যেন নিজভূমে পরবাসী। সাংবিধানিকভাবে এসকল জনগোষ্ঠীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়টি তাই কোনোভাবেই উপেক্ষার নয়। লিখিত বর্ণমালা না থাকা সত্ত্বেও নিসর্গকেন্দ্রিক জীবনে তাদের প্রত্যেকটি জনগোষ্ঠীর মধ্যেই রয়েছে উৎসব, পার্বণ, নৃত্য, গীতিনাট্য, গীতিকা, পালা ইত্যাদির মতো নিজস্ব সংস্কৃতি, ইতিহাস ঐতিহ্যের বিপুল সম্ভার। যা তাদের একটি জাতির সমতুল্য হবার যোগ্য করে তোলে নিঃসন্দেহে।

আদিবাসী নারী পরিচিতি:

যখন সভ্য সমাজ গঠন হয়নি, বা আজকের মতো দেশ, প্রদেশ, মহাদেশ তৈরি হয়নি তখন থেকে ঘরে বাইরে জল জঙ্গলকে ঘিরে এক ধরনের সামাজিক -আর্থিক কর্মকাণ্ড গড়ে তুলেছিলেন যে সম্প্রদায় তারাই হলো আদিবাসী। আজ সেই আদিবাসী সম্প্রদায় বিশেষ করে তাদের মহিলাদের আজ বিপন্নতার শেষ নেই। বন জঙ্গল পাহাড়ের অর্থনীতিকে নিজস্ব জীবিকার অর্থনীতিতে পরিণত করার মধ্য দিয়ে তৈরি হয়েছিল আদিবাসী নারীদের নিজস্ব স্বর, সংস্কৃতি ও আর্থিক শৃঙ্খলা। একটা সময়ে পশ্চিমবঙ্গ বা বিহার বা ওড়িশা নামের কোনও প্রদেশ বলে যখন কিছু ছিল না, তখন থেকেই পাহাড় ও বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতি নিয়ে তারা এগিয়ে চলেছেন। এ সহজ কথা নয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের একাধিক অন্যায় চাপের মুখে দাঁড়িয়ে সবাক ও স্বনির্ভর হতে চেয়েছে তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি। সে লড়াই শেষ হয়নি।

ভারতে আদিবাসী নারীর অবস্থা:

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৫০টি আদিবাসী সম্প্রদায় রয়েছে। আদিবাসীরা রাজ্যের জনসংখ্যার প্রায় ৭%। আদিবাসী মহিলারা আদিবাসী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ধারাবাহিক লড়াই আন্দোলনের মধ্য খাদ্য, শিক্ষা ,স্বাস্থ্য, বাসস্থানের অধিকারের পাশাপাশি বন-জঙ্গল, প্রাকৃতিক পরিবেশ সকলেরই প্রয়োজন। কিন্তু বনকে সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় মহিলাদের। ঘর-সংসার চালনোর জন্য কিছু জিনিস যেমন জঙ্গল থেকে সংগ্রহ করেন, তেমনি তাঁদের পুষ্টি, তাঁদের সুরক্ষাও জঙ্গল থেকেই সংগ্রহ করে থাকেন। আদিবাসী মহিলাদের জঙ্গলে ঢোকার উপরে, কাঠ সংগ্রহ, পাতা তোলায় বাধা-নিষেধ আছে। অথচ আমাদের জীবন-জীবিকা তো জঙ্গলের উপরেই নির্ভরশীল। আদিবাসী

মহিলাদের অবস্থা উন্নত করার জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়া, আদিবাসী মহিলাদের অবস্থার উন্নতি করা, আদিবাসী নারীদের অর্জিত অধিকার ফিরিয়ে তাদেরকে স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য কেন্দ্রে ও রাজ্যে সমদরদী সরকার প্রয়োজন।

আদিবাসী সাঁওতাল নারী অধিকার বিঘ্নিত:

পৃথিবীর সহজ-সরল এবং সাহসী মানব সম্প্রদায়ের একটি হলো আদিবাসী সম্প্রদায়। সমাজের মূলস্রোত থেকেই অনেক পিছিয়ে থাকা এই জনগোষ্ঠীদের মহিলাদের অবস্থা খুব সঙ্গীন। আমাদের বৃহত্তর সমাজে নারীর যে চিত্র আমরা পাই, আদিবাসী সাঁওতাল সমাজের নারীরাও সেই একইরকম বঞ্চনা ও বৈষম্যের শিকার। যারা প্রজন্ম-প্রজন্মান্তর ধরে কর্মঠ, শক্তিশালী, উদ্দাম; সেই সাঁওতাল নারীরা আজও কত অসহায়! আমাদের দেশে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর তুলনায় আদিবাসী সাঁওতালরা অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ ও দুর্বল। আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক বা পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সমাজের সম্পদ, উৎপাদনের মাধ্যম, নারীর শ্রম ইত্যাদির ওপর পুরুষের কর্তৃত্বের বৈধতা স্বীকার করে। এ ধরনের সমাজে নারী-পুরুষের সম্পর্ক অধস্তনতা ও কর্তৃত্ব, নির্ভরশীলতা ও নিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে নির্ণীত হয়। সমাজপতিরা যেহেতু পুরুষ, তাই সমাজের পদে পদে নিত্যনতুন ব্যবস্থাপনায় তারা নারীকে শৃঙ্খলিত করে রাখে। পিতৃতান্ত্রিক এ সমাজে শুধু পুরুষ নয়, সামাজিকায়ন প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায়। পিতৃতান্ত্রিক মূল্যবোধ সর্বক্ষেত্রে নারীকে অধস্তন ও পুরুষকে প্রাধান্য বিস্তারকারী হিসেবে দেখতে চায়। শারীরিক নির্যাতন, মানসিক নিপীড়ন, উচ্ছেদ আতঙ্ক প্রভৃতি চরমভাবে লঙ্ঘন করেছে আদিবাসী সাঁওতাল নারীর মানবাধিকার। আবার সাঁওতালদের সমাজে মেয়েরা ব্যাপক মাত্রায় বাল্যবিয়েরও শিকার হয়। সাঁওতালদের অধিকার আদায়ে শিক্ষিত-সচেতন করার পাশাপাশি আইনি সহায়তা দেওয়াও খুব জরুরি। আরো জরুরি হচ্ছে সাঁওতালদের যেসব প্রথাগত আইন বা নিয়ম রয়েছে সেগুলোর সংস্কার করা। সাঁওতালদের মানবাধিকার রক্ষায় প্রথাগত আইন কল্যাণকর অংশটুকু রেখে বাকিটুকু যুগের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে। সাঁওতালসহ বিভিন্ন আদিবাসী নারীর সাংবিধানিক ও নাগরিক অধিকার, পারিবারিক অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সরকার যদি সঠিকভাবে পালন করে, তবেই তাদের অবস্থার পরিবর্তন হবে।

বিপদগ্রস্থ ভারতবর্ষে আদিবাসীদের অর্জিত আধিকার:

জল, জমি, বন, পাহাড়, পশু, পাখি প্রভিতি প্রাকৃতিক বিষয়গুলো আদিবাসীদের জীবন, জীবিকা, সংস্কৃতি ও বিশ্বাসের সাথে হাজার হাজার বছর ধরে জড়িয়ে। আর ঠিক এই কারণেই এই সম্পদগুলি রক্ষা করা আদিবাসীরা তাদের পবিত্র দায়িত্ব ও কর্তব্য বলে মনে করে। বনাঞ্চলে খনন ও খনিজ দ্রব্য উত্তোলনের নামে শুরু করেছে ব্যাপক হারে বৃক্ষনিধন। শুধুমাত্র পুঁজিপতি শ্রেণির মুনাফার স্বার্থে সরকারের এই অগণতান্ত্রিক নীতির কারণে হাজার হাজার আদিবাসী মানুষকে উদ্বাস্তু হতে হচ্ছে, পাল্লা দিয়ে বেড়েছে আদিবাসী মানুষের উপর সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানিক অত্যাচার।

বনাধিকার আইন ২০০৬-এর আইন অনুযায়ী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল যে জঙ্গলের জমি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের হাতে তুলে দেওয়ার আগে সেখানকার অধিবাসীদের মতামত এবং সম্মতি নিতে হত সরকারকে। কিন্তু বনাধিকার আইন-২০০৬কে কার্যত বুড়ো আঙুল দেখিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের পরিবেশ, বন ও জলবায়ু মন্ত্রক এক বিজ্ঞপ্তি মারফত ফরেস্ট কনজারভেশন রুল-২০২২ জারি করেছে। ২০২২ এর নতুন নিয়মে এসবের আর প্রয়োজন নেই। প্রকল্পের বিস্তারিত রিপোর্ট হাতে পাওয়ার সাথে সাথেই অনুমোদন দিয়ে দেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বেসরকারি মালিকের হাতে জমি তুলে দেওয়ার পর জঙ্গলের অধিবাসীদের সম্মতি নেওয়া ও পুনর্বাসনের বিষয়ে আলোচনার কথা বলা হয়েছে। প্রত্যেকটি জাতির একটি নিজস্ব ভাষা আছে। আদিবাসী সম্প্রদায়ের অন্তর্গত বিভিন্ন জনজাতির-সাঁওতাল, কোল, হৌ, ওঁরাও, মুণ্ডাদের ভাষা আলাদা ও সংস্কৃতি আলাদা। ভাষার নামও আলাদা আলাদা। যেমন সাঁওতালদের ভাষা সাঁওতালি, মুণ্ডাদের ভাষা মুণ্ডারি ইত্যাদি। সুদীর্ঘকাল ধরে আদিবাসী সম্প্রদায়ের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী তাদের নিজেদের ভাষার সরকারি স্বীকৃতি ও সংবিধানের অষ্টম তফসিলে তা অন্তর্ভুক্ত করার দাবি জানিয়ে আন্দোলন করে আসছে। বিরসা মুণ্ডাকে নিয়ে বিরাট হৈচৈ চলছে। অথচ তিনি যে জনজাতি গোষ্ঠীর অর্ন্তগত, সেই মুণ্ডা গোষ্ঠীর ভাষা মুণ্ডারিকে আজও কেন্দ্রীয় সরকার সাংবিধানিক স্বীকৃতি দেয়নি। কিছু ভাষাকে আমাদের রাজ্য ও কেন্দ্র উভয় সরকার দ্বারা সরকারি

ভাষার মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, এরপরও এইসব ভাষা শিক্ষার উপযোগী কাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে সরকারি উদাসীনতা লক্ষণীয়। প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক ও উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব আছে বিস্তর। স্কুলছুটের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে।

দেশের বিভিন্ন প্রান্তে- মধ্যপ্রদেশ, আসাম, ছত্তিশগড়, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড ও পশ্চিমবঙ্গে জল-জমি-জঙ্গলের অধিকার রক্ষায় আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ লড়াই করে চলছে। একদিকে দেশের সরকার ও বৃহৎ শিল্পগোষ্ঠী, অন্যদিকে সাধারণ আদিবাসী সম্প্রদায়। শিল্পায়নের নামে, উন্নয়নের নামে জমি তুলে দেওয়া হচ্ছে বহুজাতিক কর্পোরেটের হাতে। বাস্তুহারা হচ্ছে লক্ষ লক্ষ আদিবাসী পরিবার।

বর্তমানে এই স্বাধীনতা উত্তর ভারতবর্ষে আদিবাসীরা তাদের অর্জিত যে আধিকারগুলো হারাচ্ছে সেগুলো নিম্নরূপ-

১। বৈষম্য - আদিবাসী মহিলারা অনেক ক্ষেত্রে বৈষম্যের স্বীকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে তাদের অনেক বাধা রয়েছে।

২। জমি অধিগ্রহণের সমস্যা - আদিবাসীদের জমি অধিগ্রহনের সমস্যা এখনও সমাধান হয়নি।

৩। সচেতনতার অভাব - আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে মূলত আদিবাসী নারীদের মধ্যে সচেতনতার অভাব রয়েছে, তাদের সচেতন করার জন্য সরকারের কোনও সদিচ্ছারও অভাব রয়েছে।

৪। দারিদ্র - আদিবাসী মহিলারা এখনও দারিদ্র্যের স্বীকার, সমবায় প্রকল্প গুলির মাধ্যমে মহিলাদের স্বাবলম্বী করার কোন প্রয়াস বর্তমান সরকারের নেই।

৫। অনিয়মিত আয় - তাদের আয়ের উৎস অনিয়মিত এবং অনিশ্চিত।

৬। কর্মসংস্থানের সুযোগের অভাব - আদিবাসী মহিলাদের জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের সুযোগ কম।

৭। শিক্ষা ও দক্ষতার অভাব - শিক্ষা ও দক্ষতার অভাবে অনেক আদিবাসী মহিলা কাজ পান না, তাদের শিক্ষিত করার ও বিভিন্ন কাজে ট্রেনিং দিয়ে কাজে উপযুক্ত করার কোন পরিকল্পনা নেই।

আদিবাসী সম্প্রদায়ের মহিলাদের বঞ্চিত ও অত্যাচারিত হওয়ার আরও কিছু উদাহরণ :

- ডাইনি প্রথা- আদিবাসী সম্প্রদায়ের অনেক স্থানে ডাইনি প্রথার কুসংস্কার এখনও বিদ্যমান। এর ফলে অনেক আদিবাসী মহিলা নির্যাতের স্বীকার হন।
- মাসিক স্বাব এর ক্ষেত্রে কুসংস্কার- মাসিক স্বাবকে অপবিত্র মনে করে আদিবাসী মহিলাদের এই সময়ে ঘর থেকে বের হতে দেওয়া হয় না।
- বিধবার পূর্ণ বিবাহের নিষেধ- কিছু আদিবাসী সম্প্রদায়ে বিধবা মহিলাদের পূর্নবিবাহে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে।

কুসংস্কার দূর করার জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ বামফ্রন্ট সরকারের আমলে নেওয়া হয়েছিল যেমন:

- সচেতনতা বৃদ্ধি- আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য প্রচার চালানো।
- শিক্ষার প্রসার- আদিবাসী মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করা।
- আইনি সহায়তা- কুসংস্কারের কারনে মহিলারা নির্যাতিত, তাই এদের আইনি সহায়তা প্রদান করা।

বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি নিশ্চিতকরণে টেকসই উন্নয়ন (এসডিজি):

২০১৫ সনের ২৫ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৭০তম অধিবেশনে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট '২০৩০ এজেন্ডা' গৃহীত হয়। সারা বিশ্বের মানুষের শান্তি, সমৃদ্ধি ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিতকরণে '২০৩০ এজেন্ডা' এমন একটি কর্ম-পরিকল্পনা যা বিশ্ব শান্তি জোরদার করবে এবং ক্ষুধা ও দারিদ্র্যসহ সকল প্রকার বৈষম্যের অবসান ঘটাবে। অতি দারিদ্র্যসহ সব ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানোই এখন বিশ্বের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ, আর এটাই হলো টেকসই উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আগামী প্রায় দেড় দশক বিশ্বের সকল দেশ এই অভীষ্টগুলো বাস্তবায়নে কাজ করবে যার মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনের মাধ্যমে জনগণের সকল ধরনের দারিদ্র্যের অবসান ঘটানো সম্ভব হবে; সকল

ধরনের বৈষম্যের অবসান ও অসমতা হ্রাসের গুরু দায়িত্ব পালন করাসহ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকি মোকাবিলার কাজ এগিয়ে নেয়া যাবে। আর এসব কর্মকান্ডের মূলমন্ত্র হবে "কাউকে পশ্চাতে রেখে নয় (No one will be left behind)" নীতি অনুসরণ।

এসডিজির ১৭টি অভীষ্ট এবং এর ১৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা যা ২০৩০ সালের মধ্যে বাস্তবায়ন করার জন্য বিশ্বের প্রায় সকল দেশ একমত হয়েছে জাতিসংঘের এক সাধারণ সভায়। আমাদের সরকার প্রধানও সে সভায় ছিলেন এবং এগুলি বাস্তবায়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছেন।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে টেকসই উন্নয়ন (SDG):

সভ্যতার ঊষালগ্ন থেকে বিভিন্ন প্রান্তের নারীরা যার মধ্যে আছে গ্রামীণ নারী, কৃষক, আদিবাসী নারী, নানাভাবে প্রকৃতিকে সযত্নে রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। প্রকৃতির কাছাকাছি তাদের অবস্থান, প্রকৃতির ভালো-মন্দ তারা অনুভব করেন।

সময়ের বিবর্তনে আজকের নারী আন্দোলন শুধু নারীর সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। নারী আন্দোলন আজ অনেক বেশি ব্যাপকতা লাভ করেছে। নারী আন্দোলন আজ সার্বজনীন মানবাধিকার আন্দোলনের সমার্থক। যেখানে যুক্ত হয়েছে বিশ্বের সব প্রান্তের সবচেয়ে পিছিয়ে পড়া নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যার মধ্যে রয়েছে আদিবাসী, দলিত, হরিজন, অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু, জাতিগত সংখ্যালঘু, প্রতিবন্ধী, ভিন্ন লিঙ্গ পরিচয়ের মানুষ-উন্নয়ন পরিকল্পনার বাইরে যাদের অবস্থান। আজকের নারী আন্দোলন শুধু নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পরিচালিত হচ্ছে না। নারী আন্দোলন আজ সামগ্রিক, টেকসই উন্নয়ন পরিকল্পনার রূপকার এবং চালিকাশক্তি। আজকের নারী আন্দোলন সমান অংশীদারত্বের ভিত্তিতে সব মানুষের জন্য আগামী দিনের একটি স্থায়িত্বশীল বাসযোগ্য বিশ্ব গড়ার আন্দোলন। যে আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে বিশ্ব সম্প্রদায়, গ্রহণ করেছে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়ন পরিকল্পনা।

বিগত দিনগুলোর মতো যদি এবারও আমরা শুধু মানুষে মানুষে বৈষম্য হ্রাসে কিছু পরিকল্পনা গ্রহণ করে থাকি, তাহলে এ পরিকল্পনা পূর্ণমাত্রায় বাস্তবায়িত হবে না। নারী এবং সব মানুষ যদি মানবাধিকার এবং মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী না হই, প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ না করি, যার মধ্যে পড়ে নারীর সম্পদ-সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার, সম্পদের ওপর নিয়ন্ত্রণ, প্রতিনিধিত্ব এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণের নিশ্চয়তা। তাহলে নারীরা পিছিয়েই থাকবে। লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অন্তরায় চিহ্নিত করা অত্যন্ত জরুরি।

১৯৯৫ সালে বেইজিংয়ে অনুষ্ঠিত চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন নারীর চোখে বিশ্ব দেখার যে আহ্বান জানিয়েছিল, সেখান থেকে নারী আন্দোলন ক্রমেই তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করেছে।

নারীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় টেকসই উন্নয়ন (SDG) অভীষ্ট ৫ এর (জেন্ডার সমতা) লক্ষ্যমাত্রা:

নারী যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাকে সর্বদা রাখা হয়েছে অবদমিত।

এসডিজি ৫ হলো 'জেন্ডার সমতা অর্জন এবং সকল নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন। 'কাউকে পিছিয়ে না দেওয়ার' অঙ্গীকারের মাধ্যমে দেশগুলি প্রথমে সবচেয়ে পিছনে থাকা লোকদের জন্য দ্রুত অগ্রগতির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছে। এসডিজি ৫-এর লক্ষ্য নারী ও মেয়েদের সমান অধিকার, কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য বা কোনো সহিংসতা সহ বৈষম্য ছাড়াই মুক্তভাবে বেঁচে থাকার সুযোগ প্রদান করা। এটি লিঙ্গ সমতা অর্জন এবং সমস্ত নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়নের জন্য।

৫.১ সর্বত্র সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের বৈষম্যের অবসান ঘটানো

৫.২ পাচার, যৌন হয়রানি ও অন্যসব ধরনের শোষণ-বঞ্চনা সহ ঘরে বাইরে সকল নারী ও মেয়ের বিরুদ্ধে সকল ধরনের সহিংসতার অবসান

৫.৩ শিশুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও জোরপূর্বক বিবাহ এবং নারী যৌনাঙ্গচ্ছেদের মতো সকল ধরনের ক্ষতিকর প্রার অবসান

৫.৪ সরকারি সেবা, অবকাঠামো ও সামাজিক সুরক্ষা নীতিমালার মাধ্যমে অবৈতনিক পরিচর্যাকার্য ও গৃহস্থালি কাজের মর্যাদা ও স্বীকৃতিদান এবং বাসা ও পরিবারের অভ্যন্তরে জাতীয়ভাবে যুক্তিযুক্ত অংশীদারিত্বমূলক দায়িত্বপালনকে উৎসাহিত করা

৫.৫ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সকল পর্যায়ে নেতৃত্ব দানের জন্য নারীদের পূর্ণাঙ্গ ও কার্যকর অংশগ্রহণ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করা

৫.৬ জনসংখ্যা ও উন্নয়ন বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের প্রোগ্রাম অব অ্যাকশন ও বেইজিং প্ল্যাটফর্ম ফর অ্যাকশন এবং এদের পর্যালোচনামূলক সম্মেলনসমূহের ফলাফল-দলিলের আলোকে স্বীকৃত যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য এবং প্রজনন অধিকারের ক্ষেত্রে নারীদের সার্বজনীন প্রবেশাধিকার নিশ্চিত করা।

৫.৭ বিদ্যমান জাতীয় আইনকানুনের আলোকে, অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।

৫.৮ নারীদের ক্ষমতায়নে সহায়ক প্রযুক্তি, বিশেষ করে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়ানো।

৫.৯ সকল পর্যায়ে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন এবং নারী পুরুষ সমতা আনয়নে যথাযথ নীতিমালা ও প্রয়োগযোগ্য আইনি বিধান প্রণয়ন ও শক্তিশালী করা।

টেকসই উন্নয়ন (SDG) অভীষ্ট ৫ এর (জেন্ডার সমতা) লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সুপারিশমালা:

১. আদিবাসী নারীর সকল মানবাধিকার নিশ্চিত করা।
২. ২০০৬ বনাধিকার আইন আমাদের অধিকার, সেটা যেন প্রতিষ্ঠা হয়।
৩. আদিবাসী নারী ও শিশুর উপর সহিংসতা বন্ধে দ্রুত ও কার্যকর হস্তক্ষেপ ব্যবস্থা গ্রহণ ও নিরাপত্তা জোরদার করা।
৪. আদিবাসী নারী ও শিশুর প্রতি সহিংসতার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা এবং সহিংসতার শিকার আদিবাসী নারী ও শিশুদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ, চিকিৎসা ও আইনি সহায়তা প্রদান করা।
৫. এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া ও নারী উন্নয়ন নীতিমালায় আদিবাসী নারীদের অন্তর্ভুক্ত করা এবং সকল ধরনের নীতিমালা গ্রহণের পূর্বে আদিবাসী নারী নেতৃবৃন্দের পরামর্শ গ্রহণ করা।
৬. নারীদের সকল ধরনের নির্যাতনের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণের জন্যে একটি বিশেষ সেল গঠন করা।
৭. আদিবাসী নারীদের জন্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা এবং আদিবাসী মাতৃমৃত্যু ও শিশু মৃত্যু কমানোর লক্ষ্যে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
৮. ভূমি ও সম্পত্তির উপর আদিবাসী নারীদের অধিকার নিশ্চিত করা এবং বন, প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা স্বীকার করা।
৯. শিক্ষা কর্মসংস্থান থেকে শুরু করে সকল ক্ষেত্রে আদিবাসী নারীদের জন্য কোটা নিশ্চিত করা এবং আদিবাসী বিধবা ও বয়স্ক ভাতা নিশ্চিত করা।
১০. জাতীয় সংসদে অঞ্চলভিত্তিক এবং স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় আদিবাসী নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
১১. জল-জমি-জঙ্গল রক্ষা করতে হবে। জঙ্গল সবার জন্য রক্ষা করা।

আদিবাসী নারীদের উন্নয়ন প্রকল্পে সরকারি কর্মসূচি:

কেন্দ্রীয় সরকারি প্রকল্প –

১. প্রধানমন্ত্রী জনজাতীয় বিকাশ মিশন (PMJVM): এই প্রকল্পটি আদিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের জন্য পূর্ববর্তী দুটি প্রকল্প, অর্থাৎ, 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) এবং MFP-এর জন্য মূল্য শৃঙ্খল উন্নয়নের মাধ্যমে ক্ষুদ্র বনজ পণ্য (MFP) বিপণনের প্রক্রিয়া।
২. উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের উপজাতীয় পণ্যের প্রচারের জন্য বিপণন ও সরবরাহ উন্নয়ন (PTP-NER)

৩. জাতীয় / রাজ্য তফসিলি উপজাতি অর্থ ও উন্নয়ন কর্পোরেশন (NSTFDC/STFDC) -কে ইক্যুইটি সহায়তা।

৪. তফসিলি উপজাতিদের জন্য ভেঞ্চার ক্যাপিটাল তহবিল (VCF-STs)

পশ্চিমবঙ্গ সরকারি প্রকল্প|:

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে এই দপ্তর থেকে তপশিলী জাতি, আদিবাসী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত পুরুষ ও মহিলা যাদের বয়স ১৮ থেকে ৫০ বছরের মধ্যে (দরিদ্র সীমার নিচে বসবাসকারী) তাদের উন্নতির জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দিয়ে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।
নিম্নলিখিত প্রকল্প গুলির মাধ্যমে ঋণ দেওয়া হয়:

এসিপি (SCP) মধ্য মেয়াদি ঋণ

মেয়াদি ঋণ (Term Loan)

লোগো ব্যবসায়ী যোজনা (LVY)

মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা (MSY)

বিশেষ সহায়তা প্রকল্প (TSP)

শিক্ষা ঋণ (Education Loan)

প্রচলিত কিছু প্রকল্পের উদাহরণ: গাভী, হাঁস, মুরগি, ছাগল ইত্যাদি পালন, পরিবহনের নিমিত্ত গাড়ি ক্রয়, ছোট মাপের উৎপাদনমুখী উদ্যোগ, ঔষধের দোকান, মুদিখানা, ক্ষুদ্র ব্যবসা, ট্রাক্টর পাওয়ার টিলার, বিভিন্ন প্রকারের মেরামতের দোকান, ইন্টারনেট ধাবা, স্টুডিও, ডাটা প্রসেসিং সেন্টার, গ্রাফিক্স এর দোকান, সোনা রুপার গহনার ব্যবসা, কৃষি ও সহায়ক প্রকল্প, পান বিড়ির দোকান, ক্ষুদ্রসেচ, ভ্যান রিক্সা, সবজি ব্যবসা বড়ি/পাপড়/আচার তৈরি, গুঁড়ো মসলা, জুতা/চামড়ার দ্রব্য তৈরি/ব্যবসা, সেলুন ইত্যাদি।

এছাড়াও তপশিলি জাতি আদিবাসী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি এবং সাফাই কর্মী পরিবারের বেকার যুবক-যুবতীদের কর্মসংস্থানের জন্য সেলাই, বিউটিশিয়ান, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কিং, মোবাইল রিপেয়ারিং ইত্যাদি এ ধরনের প্রশিক্ষণ বিনামূল্যে দেওয়া হয়ে থাকে।

উপসংহার: সমাজের সার্বিক নারী সম্প্রদায় যুগ যুগ ধরে শোষিত ও অবহেলিত হয়ে আসছে। আদিবাসী মহিলারা তুলনায় আরও বেশি অত্যাচারিত ও অবহেলিত। পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় ধর্মীয় গোঁড়ামী, সামাজিক কুসংস্কার, কুপমন্ডুকতা, নিপীড়ন ও বৈষম্যের বেড়াজালে তাদের সর্বদা করে রাখা হয়েছে অবদমিত। তাই এইসব নিপিড়িন, বৈষম্য দূর করে নারী উন্নয়ন শুনিশ্চিত করতে জাতীয় উন্নয়ন হল অন্যতম পূর্বশর্ত। বিশ্বব্যাপী নারী উন্নয়নকে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের অংশ হিসেবে চিহ্নিত করে উন্নয়নের মূলধারায় সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে sustainable development goals (নারী উন্নয়নে টেকসই উন্নয়ন) গৃহীত হয়। এ পরিকল্পনায় সার্বিকভাবে বিশ্বের সব নারী সহ আদিবাসী নারীদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কৃষি, শিল্প-বাণিজ্য, সেবা ও অন্যান্য খাতে বর্দ্ধিত অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, দারিদ্র্য দূর করা, দক্ষতা বৃদ্ধি করা, স্ব-কর্মসংস্থান ও ঋণ সুবিধা সম্প্রসারণ করা, জেন্ডার সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং নারীর জন্য সহায়ক সুবিধা সম্প্রসারণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (SDGs) অর্জনের সময়সীমা ২০৩০ সালের মধ্যে নির্ধারিত ১৭ দফা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে রাখা হয়েছে। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে প্রায় সকল ফোরামের সাথে সাথে আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকার সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে এই লক্ষ পূরণে। নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বিপাক্ষিক ও বহুপাক্ষিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক স্তরে আদিবাসী নারী ক্ষমতায়নের প্রচেষ্টা চলছে।

'নারী-পুরুষের সমতাই হবে টেকসই আগামীর নিশ্চয়তা'। এ আগামী শুধু নারীর নয়, সমগ্র মানবসমাজের, এ বিশ্বের। সুতরাং এই আন্দোলনে সবাইকে যুক্ত হতে হবে, যুক্ত করতে হবে। নারী আন্দোলন অনুভব করছে লিঙ্গ সমতা প্রতিষ্ঠা ও বৈষম্য দূরীকরণের মধ্যে দিয়েই বিশ্বে শুধু নারীর উন্নয়ন নয়, নারীর মানবাধিকার নিশ্চিত নয়, এ বিশ্বের টেকসই উন্নয়ন এবং সার্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব এবং যার কোনো বিকল্প নেই।

আজকে যদি নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠা না করা যায়, উন্নয়ন ধারার সঙ্গে যদি লিঙ্গ সমতা নারীর মানবাধিকারের ধারণায় সম্পৃক্ত করা না যায়, তাহলে স্থায়িত্বশীল উন্নয়নের নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের অঙ্গীকার ও পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে না। সব ক্ষেত্রে নারীদের মূলত আদিবাসীদের মত পিছিয়ে পড়া নারীদের সমান অংশগ্রহণ এবং অংশীদারত্ব নিশ্চিত করার মাধ্যমে নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য দূর করে নিজেদের এবং আগামী প্রজন্মের ভবিষ্যৎ নিরাপদ করা, টেকসই করা সম্ভব । এই লেখনীর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এই সচেতনতা গড়ে তলায় হোক আজকের দিনের প্রতিশ্রুতি।

তথ্যসূত্র:

১. বিশ্ব ব্যাঙ্ক, সাউথ এশিয়া ভ্যাকসিনেটস, সাউথ এশিয়া ইকোনমিক ফোকাস (মার্চ), ওয়ার্ল্ড ব্যাঙ্ক, ওয়াশিংটন, ডি সি, ২০২১।

২. গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স: ওয়ান ডেকেড টু জিরো হাঙ্গার: লিঙ্কিং হেলথ অ্যান্ড সাসটেনেবল ফুড সিস্টেমস।

৩. মেটারনাল অ্যান্ড চাইল্ড ডায়েটস অ্যাট দ্য হার্ট অফ ইমপ্রুভিং নিউট্রিশন।

৪. এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক অ্যান্ড ইউ এন-উইমেন, জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গালোস ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক: বেসলাইন অ্যান্ড পাথওয়েজ ফর ট্রান্সফর্মেটিভ চেঞ্জ বাই ২০৩০, ব্যাঙ্কক: এ ডি বি অ্যান্ড ইউ এন উইমেন, ২০১৮।

৫. জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড দ্য সাসটেনেবল ডেভেলপমেন্ট গালোস ইন এশিয়া অ্যান্ড দ্য প্যাসিফিক: বেসলাইন অ্যান্ড পাথওয়েজ ফর ট্রান্সফর্মেটিভ চেঞ্জ বাই ২০৩০।

৬. ইউনিসেফ (এন, ডি), উইমেনস নিউট্রিশন।

৭. গ্লোবাল হাঙ্গার ইনডেক্স: ওয়ান ডেকেড টু জিরো হাঙ্গার: লিঙ্কিং হেলথ অ্যান্ড সাসটেনেবল ফুড সিস্টেমস।

৮. এন রাও, দি অ্যাচিভমেন্ট অফ ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সিকিওরিটি ইন সাউথ এশিয়া ইন ডিপলি জেন্ডারড, নেচার ফুড ওয়ান (২০২০): ২০৬-২০৯।

৯. কে লাহিড়ি-দত্ত, এক্সপিরিয়েন্সিং, কোপিং উইথ চেঞ্জ: উইমেন-হেডেড ফার্মিং হাউসহোল্ডস ইন দি ইস্টার্ন গ্যাঞ্জেটিক প্লেনস, ক্যানবেরা: অস্ট্রেলিয়ান কাউন্সিল ফর ইন্টারন্যাশনাল এগ্রিকালচারাল রিসার্চ (২০১৪)

১০. টি কে অধিকারী, ডু উইমেন ওয়ার্ক অ্যান্ড মেন ডিসাইড? জেন্ডার ডাইমেনস অব ক্যাশ ক্রপিং ইন দ্য মিডল হিলস, বার্গন: ডিপার্টমেন্ট অব জিয়োগ্রাফি, ইউনিভার্সিটি অব নরওয়ে (২০১৩) ।

১১. বি আগরওয়াল, জেন্ডার অ্যান্ড কম্যান্ড ওভার প্রপার্টি: আ ক্রিটিক্যাল গ্যাপ ইন ইকোনমিক অ্যানালিসিস অ্যান্ড পলিসি ইন সাউথ এশিয়া, ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট ২২, নম্বর ১০ (১৯৯৪): ১৪৫৫১৪৭৮।

১২. জয়দীপ হার্দিকর, মাইগ্রেশন, এগ্রিকালচার অ্যান্ড উইমেন।

১৩. ভাবনা কে সি এবং ডিগবি রেস, উইমেনস অ্যাপ্রোচ টু ফার্মিং ইন দ্য কনটেক্সট অব ফেমিনাইজেশন অফ এগ্রিকালচার।

১৪. এ এন জি ও সি এবং ল্যান্ড ওয়াচ এশিয়া, উইমেনস ল্যান্ড রাইটস ইন এশিয়া, ইস্যু ব্রিফ (২০১১)

১৫. পি চৌধুরী, আন্ডারস্ট্যান্ডিং উইমেনস ল্যান্ড রাইটস: জেন্ডার ডিসক্রিমিনেশন ইন ওনারশিপ, ল্যান্ড রিফর্মস ইন ইন্ডিয়া (প্রেম চৌধুরী) ১৩, নিউ দিল্লি: সাজ পাবলিকেশনস ইন্ডিয়া (২০১৭) ।

১৬. মিনিস্ট্রি অফ এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফার্মারস ওয়েলফেয়ার, ভারত সরকার (জি ও আই), পার্টিসিপেশন। অফ উইমেন ফার্মারস ইন এগ্রিকালচার সেক্টর, প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো।